www.banglainternet.com represents

ব্যাটল হাইম্

তখন আর আশা করার মতো কিছু বাকি নেই। সিবেলিয়াস হপকিন্স সোজা-সাপ্টা জানাল।

. 'আমাদেরকে মঙ্গলের সম্মতি পেতেই হবে, আর এখনো আমরা সেটা পাইনি, মোদ্দা কথা এটাই।'

বিষণ্নতা এমনভাবে ছেয়ে ফেলল যে সবারই যেন নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল।

'মঙ্গলবাসীদের স্বায়ত্বশাসন দেয়া আমাদের উচিৎ হয়নি।' রালফ কলোডী বলল।

'মানলাম', হপকিন্স বলে। 'কিন্তু কে আর যাচ্ছে আঠাশ বছর আগে গিয়ে ইতিহাস বদলে আসতে। নিজেদের রাজ্য কেমন করে চালাবে তার সর্বময় ক্ষমতা এখন মঙ্গলের হাতে। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।'

'আমরা তাহলে অন্য একটা জায়গা খুঁজে বের করব।' বলল বেন ডিভারস। এই দলের মধ্যে সেই কনিষ্ঠ, বেন এখনো নিজের কোনো রকম ভালো-মন্দ চিন্তা না করেও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

'অন্য কোনো জায়গার চিন্তা বাদ দাও,' নির্লিপ্তভাবে হপকিন্স বলে। 'হাইপার স্পেস নিয়ে পরীক্ষা করার ভয়াবহতা যদি তোমরা না জেনে থাক তাহলে স্কুলে ফিরে যাও। তোমরা পৃথিবীতে এটা করতে পারবে না, সেরকম অবস্থায় আসতে চাঁদেরও দেরি আছে। অমন কিছু করার জন্য মহাশূন্য উপনিবেশগুলো এতই ছোট যে সেগুলো মঙ্গলের তুলনায় অন্তত তিন ধাপ পিছনে রয়েছে। আর আগামী বিশ বছরের মধ্যে অন্তত মঙ্গলকে ছাড়িয়ে অন্য কোথাও পৌঁছানও সম্ভব না। কিন্তু মঙ্গল সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। এটা

এখনো আসলে খালি। এখানকার মধ্যাকর্ষণ যেমন কম আবার বায়ুমণ্ডলও পাতলা। ঠাণ্ডাও আছে, সবকিছুই হাইপারস্পেসিয়াল ফ্লাইট-এর জন্য অনুকূল ছিল শুধু উপনিবেশবাসীরা ছাড়া।'

'এটা তুমি হলফ করে বলতে পার না,' তরুণ ডিভারস বলে। 'মানুষ খুবই অদ্ভুত। আমরা যদি ঠিক মতো খেলতে পারি তাহলে এরাই দেখবে খোদ মঙ্গলেই হাইপারস্পেসিয়াল পরীক্ষার জন্য মত দিচ্ছে।'

'ঠিকভাবে খেলব কিভাবে?' হপকিন্স বলল। 'বিপক্ষ দল তো সবসময় কি এক গেঁয়ো সুর দিয়ে পুরো মঙ্গল ছেয়ে রেখেছে, কি যেন তার শব্দগুলো:

না না না হাজার বার না!
তুমি আমার সোহাগ কিনতে পারবে না!
না না না হাজার বার না!
মরে গেলেও আমি তবু হ্যাঁ বলব না।'

সে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলল, 'মঙ্গল ছেয়ে আছে এই সুরে। এটা মঙ্গলবাসীদের মাথা ফুটো করে ঢুকে গেছে। তার স্বয়ংক্রিয়ভাবে "না"-তে ভোট দেবে এবং তার অর্থ আমরা হাইপারস্পেসিয়াল পরীক্ষা করতে পারব না। আর তার মানে আমরা আগামী দশ বছরেও নক্ষত্র মণ্ডলীর দিকে যাত্রা করতে পারব না, হয়তো আমাদের এ প্রজন্মে না-আমাদের জীবদ্দশায়তো হবেই না।'

ডিভারস ভ্রু কুঁচকিয়ে চিন্তা করতে করতে বলল, 'আচ্ছা আমরা আমাদের মতো যুক্তিপূর্ণ একটা সুর ব্যবহার করতে পারি না?'

'কী সুর?'

'মঙ্গলের বেশিরভাগ বাসিন্দা ফরাসি বংশদ্ভুত। আমরা তাদের জাতীয় চেতনা নিয়ে কাজ করতে পারি।'

'কেমন জাতীয় চেতনা? সবাই এখানেতো ইংলিশ বলে।'

'সেটা কখনোই জাতীয় চেতনাকে রুখতে পারবে না,' ডিভারস বলল। যদি তুমি ফ্রান্সের পুরনো জাতীয় সঙ্গিত বাজাও, সেটা তাদের স্মৃতির পুকুরে ঢেউ তুলতে থাকবে। তুমি জান এটা হল একটা রণ-স্তুতি। আর রণ-স্তুতি

banglainternet.com

সব সময় রক্তে ঝড় তোলে, বিশেষ করে এখন যখন কোথাও কোনো যুদ্ধ নেই।'

হপকিন্স বলল, 'কিন্তু শব্দগুলোর কোনো মানে বোঝা যায় না। তোমার কি সেগুলো মনে আছে?'

'হ্যাঁ,' বলল ডিভারস। 'কিছু কিছু—

'আলন্স, ইনফ্যান্টস ডে লা প্যাটরী,
'লা জোর ডে গ্লোইর ইস্ট অ্যারাইভ
'কন্টার নুস ডে লা ট্যুউনি
'ল'টেনডারড স্যাংলেন্ট ইস্ট লীভ।'

সে প্রচলিত সুরে গেয়ে শোনাল।

হপকিন্স বলল, 'হাজারে একজন মঙ্গলবাসীও এটার মানে জানে না।'

ডিভারস বলল, 'তাতে কী? শুধু বাজালেই হল। এমন কি তারা যদি শব্দগুলো নাও বোঝে তারা জানে যে এটা ফ্রান্সের রণ-স্তুতি, আর এটা তাদের রক্তে আলোড়ন তোলে। পাশাপাশি এটা একটা জয়-গান। নিরতিশয় এটা ওই ফালতু "না, না" এর চেয়ে ভালো। আমি তোমাদের বলছি শোনো এই রণ-স্তুতি তাদের মন থেকে ঝেঁটিয়ে ওই না না বের করে দেবে।'

'হয়তো এতে তুমি কিছু পাবে,' বলল হপকিন্স। 'এবং আমরা যদি এর সাথে কিছু জোরাল স্লোগান জুড়ে দিতে পারি যেমন "নক্ষত্র মণ্ডলীর পথে মানবতা!", "চলো যাই নক্ষত্রের পানে।", "আমাদের সবচেয়ে নিম্ন গতি হোক আলোর গতি।" আর সব সময় সেই সুরে।'

banglainternet.com

কলোডী বলল, 'তুমি জান "লা জোর ডে গ্লোইর" মানে আমার মনে হয় "গৌরবময় দিন"। আমরা এরকম একটা ফ্রেজ ব্যবহার করতে পারি "নক্ষত্রে পৌছানর দিনটি হবে গৌরবময়।" আমরা যদি "গৌরবময় দিন" -এর উপর জোর দেই তাহলে মঙ্গলবাসীরা হয়তো "হ্যাঁ"তে ভোট দেবে।'

'সত্যি সত্যি ব্যাপারটা যদি ঘটে তাহলে ভালো,' বিষণ্ণভাবে হপকিন্স বলল, 'কিন্তু এই মুহূর্তে এ ছাড়া আমাদের আর কিছু করার নেই। চেষ্টা করে দেখা যাক যদি কিছু হয়।'

এর পরই শুরু হল সেই যুদ্ধের সুরের বিশাল ভোটা-ভুটি। মঙ্গলের উপনিবেশের প্রত্যেকটা ডোমে, অলিম্পাস থেকে সমস্ত ম্যারিনার্স ভ্যালী এবং সুদূর আগ্নেয়গিরীর জ্বালামুখ পর্যন্ত দুটো সুর বাজতে লাগল। একটা হল "না, না, হাজার বার না—" আর অন্য দিকে "আলন্স, ইনফ্যান্টস ডে লা প্যাটরী—"

রণ-স্তুতির সেই আলোড়িত সুর যে কাজ করছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিপরীত গানের সুর ঝড়ো গতিতে উল্টো দিকে কাজ করছিল। হপকিন্স আশ্বস্ত হল "হ্যাঁ" ভোটের সম্ভাবনা বাড়ছে এই ভেবে। নিশ্চিত পরাজয় থেকে একটু আশার আলো দেখা আর কি।

হপকিন্স বলল, 'ভেবে দেখ আমাদের কিছুই সরাসরি না। তাদের খুবই মোটা দাগের "না-না!-না! আমাদের হল অন্তরে অনুভব করার ব্যাপার, কিন্তু দিয়ে ? লা জোর ডে গ্লোইর ?"'

ডিভারস মুচকি হাসল, 'ভোটের জন্য অপেক্ষা করি না কেন ?' হাজার হলেও এটা যেহেতু তারই পরিকল্পনা।

তারা তাই করল।

পাঠকদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

ভোটের দিন কী ঘটল ? তারা কি না ভোট দিল, না হ্যাঁ ভোট দিল ?

ভোটের দিন সন্ধ্যে বেলা হপকিন্স দেখল সে কথা বলতে পারছে না। হ্যাঁ-এর পক্ষে ভোট পড়েছে নব্বই ভাগ আর এ নিয়ে কোন দ্বিধা-দন্দ্ব নেই।

মঙ্গলের অধিবাসীরা তাদের গ্রহে সেই কাজের অনুমতি দিয়েছে যা মানুষ জাতিকে নক্ষত্রমণ্ডলীতে পৌঁছে দেবে।

অবশেষে হপকিন্স বলল 'হল কী ? আমরা ঠিক কী করলাম ?'

'সেটা হল সুর,' সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল ডিভারস। 'আমি এটা ঠিকই ধরেছিলাম, কিন্তু আমি আমার চিন্তা-ভাবনা ব্যাখ্যা করতে চাই না। কারণ আমি চাই না এ বিষয়ে অপর পক্ষ কিছু জানুক। এমন না যে এখানকার কাউকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি চাই না কোনো সুচতুর উপায়ে এই সুরটা নিরপেক্ষ হয়ে যাক।'

www.banglainternet.com represents

'এই সুরের মধ্যে এমন কী ছিল যা এত পার্থক্য তৈরি করল?' হপকিন্স জানতে চাইল।

'এটা ছিল একটা অবচেতন বার্তা। হয়তো শব্দগুলো বোঝার মতো ফ্রেঞ্চ এখানকার উপনিবেশবাসীরা জানে না, কিন্তু তাদের রণ-স্তুতির নাম জানা ছিল। প্রতিবার এই সুর শোনার সাথে সাথে তাদের মাথার ভিতরে গিয়ে এটা বাজতে থাকে, আর প্রতিবারই তারা এটা গুন গুন করেছে।'

'তাতে কী হল?'

'এটাই হল,' দাঁত বের করে হাসল ডিভারস, 'অর্থাৎ মঙ্গলবাসীরা হ্যাঁ বলেছে!'

অনুবাদ: সাজ্জাদ কবীর

banglainternet.com